2127 - সংক্ষেপে বিয়ের রুকন, শর্ত ও ওলি বা অভিভাবক এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তসমূহ

প্রশ্ন

বিয়ের রুকন ও শর্ত কি কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

ইসলামে বিয়ের রুকন বা খুঁটি তিনটি:

এক:

বিয়ে সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে সমূহ প্রতিবন্ধকতা হতে বর-কনে উভয়ে মুক্ত হওয়া। যেমন- বর-কনে পরস্পর মাহরাম হওয়া; ঔরশগত কারণে হোক অথবা দুগ্ধপানের কারণে হোক। বর কাফের কিন্তু কনে মুসলিম হওয়া, ইত্যাদি।

দুই:

ইজাব বা প্রস্তাবনা: এটি মেয়ের অভিভাবক বা তার প্রতিনিধির পক্ষ থেকে পেশকৃত প্রস্তাবনামূলক বাক্য। যেমন- বরকে লক্ষ্য করে বলা যেতে পারে "আমি অমুককে তোমার কাছে বিয়ে দিলাম" অথবা এ ধরনের অন্য কোন কথা।

তিন:

কবুল বা গ্রহণ: এটি বর বা বরের প্রতিনিধির পক্ষ থেকে সম্মতিসূচক বাক্য। যেমন- বর বলতে পারেন "আমি গ্রহণ করলাম" অথবা এ ধরনের অন্য কোন কথা।

বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার শর্তগুলো নিম্নরূপ:

(১) ইশারা করে দেখিয়ে দেয়া কিংবা নামোল্লেখ করে সনাক্ত করা অথবা গুণাবলী উল্লেখ অথবা অন্য কোন মাধ্যমে বর-কনে উভয়কে সুনির্দিষ্ট করে নেয়া।

(২) বর-কনে প্রত্যেকে একে অপরের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া। এর দলীল হচ্ছে-নবী (সাঃ) বাণী "স্বামীহারা নারী (বিধবা অথবা

তালাকপ্রাপ্তা) কে তার সদ্ধিান্ত জানা ছাড়া (অর্থাৎ সদ্ধিান্ত তার কাছ থকেে চাওয়া হবে এবং তাকে পরষ্কিারভাবে বলতে হবে) বয়িে দয়ো যাবে না এবং কুমারী ময়েকেে তার সম্মতি ছাড়া (কথার মাধ্যমে অথবা চুপ থাকার মাধ্যমে) বয়িে দয়ো যাবে না। লোকেরো জজ্ঞিসে করল,ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাঃ)! কমেন করে তার সম্মতি জানব (যহেতেু সে লজ্জা করবে)। তনিি বললনে,চুপ করে থাকাটাই তার সম্মতি।"[সহীহ বুখারী, (৪৭৪১)]

(৩) বয়িরে আকদ (চুক্তি) করানোর দায়ত্বি ময়েরে অভভিাবককে পালন করতে হবে। যহেতেু আল্লাহ তাআলা বয়িে দয়োর জন্য অভভিাবকদরে প্রতি নর্দিশেনা জারী করছেনে। আল্লাহ তাআলা বলনে: "আর তোমরা তোমাদরে মধ্যে অববিাহতি নারী-পুরুষদরে ববিাহ দাও।"[সূরা নুর, ২৪:৩২] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "যে নারী তার অভভিাবকরে অনুমতি ছাড়া বয়িে করবে তার ববিাহ বাতলি, তার ববিাহ বাতলি, তার ববিাহ বাতলি।"[হাদসিটি তরিমযিি (১০২১) ও অন্যান্য গ্রন্থকার কর্তৃক সংকলতি এবং হাদসিটি সহীহ]

(৪) বয়িরে আকদরে সময় সাক্ষী রাখতে হবে। দলীল হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে, "অভভিাবক ও দুইজন সাক্ষী ছাড়া কোন ববিাহ নইে।" [তাবারানী কর্তৃক সংকলতি, সহীহ জামে (৭৫৫৮)]।

বয়িরে প্রচারণা নশ্চিতি করতে হবে। দলীল হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী- "তোমরা বয়িরে বষিয়টি ঘোষণা কর।"[মুসনাদে আহমাদ এবং সহীহ জামে গ্রন্থে হাদসিটকিে 'হাসান' বলা হয়ছে (১০৭২)]

বয়িরে অভভিাবক হওয়ার জন্য শর্তঃ

১. সুস্থ মস্তষ্কি সম্পন্ন হওয়া।

২. প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া।

৩. দাসত্বরে শৃঙ্খল হতে মুক্ত হওয়া।

৪.অভভিাবককে কনরে ধর্মরে অনুসারী হওয়া। সুতরাং কোন অমুসলমি ব্যক্তি মুসলমি নর-নারীর অভভিাবক হতে পারবে না। অনুরূপভাবে কোন মুসলমি ব্যক্তি অমুসলমি নর-নারীর অভভিাবক হতে পারবে না। তবে অমুসলমি ব্যক্তি অমুসলমি নারীর অভভিাবক হতে পারব, যদওি তাদরে উভয়রে ধর্ম ভন্নি হোক না কনে। কন্তিু মুরতাদ ব্যক্তি কারো অভভিাবক হতে পারবে না।

৫. আদলে বা ন্যায়বান হওয়া। অর্থাৎ ফাসকে না হওয়া। কছিু কছিু আলমে এ শর্তটি আরোপ করছেনে। অন্যরো বাহ্যকি আদালতকে (দ্বীনদারকিে) যথষ্টে ধরছেনে। আবার কারো কারো মত, যাকে তনিি বয়িে দচ্ছিনে তার কল্যাণ ববিচেনা করার মত যোগ্যতা থাকলে চলব।

৬.পুরুষ হওয়া। দলীল হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী- “এক মহিলা আরেক মহিলাকে বিয়ে দিতে পারবে না। অথবা মহিলা নিজে নিজেকে বিয়ে দিতে পারবে না। ব্যভিচারিনী নিজে নিজেকে বিয়ে দেয়।”[ইবনে মাজাহ (১৭৮২) ও সহীহ জামে (৭২৯৮)।

৭. বুদ্ধিমত্তার পরিপক্কতা থাকা। এটি হচ্ছে বিয়ের ক্ষেত্রে সমতা (কুফু) ও অন্যান্য কল্যাণের দিক বিবেচনা করতে পারার যোগ্যতা।

ইসলামী আইনবিদগণ অভিভাবকদের একটি ক্রমধারা নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং নিকটবর্তী অভিভাবক থাকতে দূরবর্তী অভিভাবকের অভিভাবকত্ব গ্রহণযোগ্য নয়। নিকটবর্তী অভিভাবক না থাকলে অথবা তার মধ্যে শর্তের ঘাটতি থাকলে দূরবর্তী অভিভাবক গ্রহণযোগ্য হবে। নারীর অভিভাবক হচ্ছে- তাঁর পিতা। এরপর পিতা যাকে দায়িত্ব দিয়ে যান সে ব্যক্তি। এরপর পিতামহ, যতই উর্দ্ধগামী হোক। এরপর তাঁর সন্তান। এরপর তাঁর সন্তানের সন্তানেরা, যতই অধস্তন হোক। এরপর তাঁর সহোদর ভাই। এরপর তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই। এরপর এ দুইশ্রেণীর ভাইয়ের সন্তানেরা। এরপর তাঁর সহোদর শ্রেণীর চাচা। এরপর বৈমাত্রেয় শ্রেণীর চাচা। এরপর এ দুইশ্রেণীর চাচার সন্তানেরা। এরপর মীরাছের ক্ষেত্রে যারা ‘আসাবা’ হয় সে শ্রেণীর আত্মীয়গণ। এরপর নিকটাত্মীয় থেকে ক্রমান্বয়ে দূরের আত্মীয়। যার কোন অভিভাবক নেই মুসলিম শাসক অথবা শাসকের প্রতিনিধি (যেমন বিচারক) তার অভিভাবক।